তারিখ ... 14 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দৈনিক ইনকিলাব

৮

সকল কাজ-কর্ম বন্ধ ।। আবার হরতালের ডাক

চট্টগ্রাম ভার্সিটি পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হচ্ছে ঃ কর্তৃপক্ষ নীরব

চট্টগ্রাম ভার্সিটি রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগের লাগাতার অবরোধের গতকাল (মঙ্গলবার) ৭ম দিন অতিবাহিত হয়েছে। ক্যাম্পাসে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। ভার্সিটির সকল কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে। অন্যদিকে ছাত্র শিবির ঘোষিত ৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে ১২ দিনের কর্মসূচীর প্রথম দিন অতিবাহিত হয়েছে।

ইসলামী ছাত্র শিবির সমর্থিত শিক্ষা সংগ্রাম পরিষদ আগামী ১৫ মে (বৃহস্পতিবার) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতাল আহবান করেছে। ফলে ১ম বর্ষ অনার্সের 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষাটি আবারো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শিবির এই হরতালকে সমর্থন জানিয়েছে। শিক্ষা সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক বিল্লাল হোসেন পাটোয়ারী ও যুগ্ম আহবায়ক আলাউদ্দীন শিকদার এক বিবৃতিতে জানায়, গত ৭ মে থেকে ছাত্র লীগের অবরোধের সময় বনবিদ্যা ও সামুদ্রিক বিজ্ঞানের ভর্তি পরীক্ষা হওয়ায় আতংকগ্রস্ত হয়ে অর্ধেক ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসেনি। তাছাড়া ১৪ মে জাহাঙ্গীরনগর ও ১৬ মে ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষা থাকায় চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ভর্তিচ্ছুরা বিপদে পড়েছে। ১৫ মে অনেকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে না। ভার্সিটির অবরোধ প্রত্যাহার ও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের

১১-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

চট্টগ্রাম ভার্সিটি প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দাবীতে ১৫ মে ভার্সিটিতে হরতাল আহবান করা হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়। এদিকে সকালে ক্যাম্পাসে শিবির সভাপতি জি এম রহিমুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে বক্তাগণ ভার্সিটির অবরোধ প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বলেন, ১৫ মে'র মধ্যে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হলে ১৬ মে ছাত্র সমাবেশ থেকে হরতালের কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। তারা ১৫ মে ক্যাম্পাসে হরতাল সফল করার আহবান জানান।

এদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য চাকসু ইজিএস জনাব মাহবুবের রহমান শামীম, ছাত্রদল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, গত কয়েক দিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার দিকে চলে যাচ্ছে। সংঘঠিত সন্ত্রাসী কার্মকান্ডের কারণে ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থীদের অনেকেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে নাই। তাছাড়া আগামী ১৫ মে 'খ' ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অভিভাবক এবং ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা সার্বিক পরিস্থিতির কারণে উদ্বেগের সাথে দিন কাটাচ্ছে। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিরবতা ও ব্যর্থতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তি প্রদানের দাবী করেন এবং অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অচলাবস্থা চলছে তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জোর দাবী জানান।

ওদিকে গত ৫ মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনা তদন্তের জন্যে আরো একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এই কমিটি গঠন করেন। রসায়ন বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ডঃ মোঃ আবু সালেহ-এর নেতৃত্বে এই কমিটি অপর দু'জন সদস্য হলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রফেসর ডঃ কাজী আবদুল বাসেত ও প্রক্টর ডঃ খান তৌহিদ ওসমান। কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, একই ঘটনা তদন্তের জন্যে ইতিপূর্বে সরকার চট্টগ্রামের ডিআইজি আবদুর রহিম খান ও এডিসি (সার্বিক) মোস্তাক আহমেদ-এর নেতৃত্বে দু'টি পৃথক তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করেছে।